দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

কমপিউটারের ছলনাঃ দায়ী কে?

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল তৈরীর জন্য প্রথমবারের মত কমপিউটার ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল অল্প সময়ে নির্ভুল ফল প্রকাশ। কিন্তু কমপিউটারে প্রকাশিত ফলে বড় ধরনের ভুল ধরা পড়েছে বলে ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। ৪ হাজারেরও বেশী পাস করা পরীক্ষার্থীর ফল কমপিউটারে দেখানো হয়েছে 'স্থগিত'। মেধা তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৪ জন পরীক্ষার্থীর নাম। প্রকাশিত ফলে ভুল থাকার কারণে এই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী অহেতুক হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানিতে ভুগেছে। ৪ জন পরীক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পাবার প্রাথমিক আনন্দ ও গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ ভুল সংশোধনযোগ্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে, তার দায় কে নিবে? যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কোন কমপিউটারের কাজে ফল ভুল হতে পারে। এ রকম ভুল সহজেই ধরা যায় বা কমপিউটার নিজেই সনাক্ত করে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ভুল বা ত্রুটি কমপিউটারের নয়। ভুল হয়েছে প্রোগ্রামিং-এ, অর্থাৎ কমপিউটারকে প্রদত্ত নির্দেশমালায়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কমপিউটার ফল প্রকাশ করেছে। ভুল প্রোগ্রামিং-এর জন্য ভুল ফল পাওয়া গেছে।

একটি সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা থাকে না সেরকম কয়েকটি ক্ষেত্রেও প্রোগ্রামিং-এ ব্যবহারিক বিষয় উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখের ঘর অপূর্ণ থাকলেও তার ফল প্রকাশের নিয়ম। কিন্তু প্রোগ্রামে তার উল্লেখ ছিল না। এসব কারণে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের ফল কমপিউটারে স্থগিত দেখানো হয়। ফল বিভ্রাটের এটাই কারণ।

প্রোগ্রামিং-এ কখনও ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সে ভুল এড়ানোরও উপায় আছে। লাখ লাখ ডাটা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং-এর ভুল-শুদ্ধ যাচাইয়ের জন্য প্রথমে ক্ষুদ্র আকারের 'ডামি ডাটা' নিয়ে কাজ করা হয়। এমনকি ডাটা পাঞ্চ-এ অস্বাভাবিক কোন ভুল ধরার জন্য 'ভ্যালিডেশন টেস্ট'-এর সাহায্য নেয়া হয়। এসব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ প্রোগামিং-এরই অঙ্গ। নির্ভুল প্রোগ্রামিং-এর জন্য অপরিহার্য এইসব পদক্ষেপ ব্যবহার করা হলে ভুল ফলের আশংকা যথেষ্টভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।

তাই ফল প্রকাশে ভুলের জন্য কমপিউটারকে দায়ী না করে যদি কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামারকে দায়ী করা হয়, তা হলে সেটা অন্যায় হবে না। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কার কতটুকু গাফিলতি বা অযোগ্যতার কারণে ফল প্রকাশে এতবড় বিভ্রাট দেখা দিয়েছে তা বের করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। ভুল থাকতে পারে-এরকম সন্দেহ কর্তৃপক্ষ আগেই করেছিলেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর স্কুলগুলোতে টেবুলেশন সীটের সাথে পাঠানো ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল দ্রুত ভুল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আরও আগেই সকলকে জানানো। তা হলে হয়তো অনেক পরীক্ষার্থীর মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা কমানো যেত।

ফল প্রকাশে ভুলগুলো দ্রুত সংশোধন করা দরকার। ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তির সুযোগ ও সময়সীমা প্রয়োজনমতো বাড়ানো দরকার।

কমপিউটার বিভ্রাটে দিশেহারা কর্তৃপক্ষ এইচএসসি পরীক্ষার আসন্ন ফল প্রকাশের জন্য কমপিউটার ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই কেবল এ পদক্ষেপ মেনে নেয়া যায়। প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। কমপিউটার ছাড়া ভবিষ্যতে ফল প্রকাশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। কাজেই কমপিউটার বর্জন নয়, জোর দিতে হবে নির্ভুল প্রোগ্রামিংয়ের উপর।